গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০০৪.৩৮৪.১৪-৩৯৯

তারিখঃ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৬ / ৩০ জুলাই ২০১৯

বিষয়: রিট পিটিশন নং-১১২১১/২০১৪ মামলায় গত ০৭.০৫.১৮ খ্রি. তারিখের রায়ের আলাকে রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ এইচ.এম শহীদুল ইসলাম এর নাম এমপিওতে অন্তর্ভূক্তিসহ যাবতীয় বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদান।

সূত্র:

(১) রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্‌রাসা, রাজশাহী এর অধ্যক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন	তারিখ: ১৫.০৭.১৯ খ্রি.।
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা:৫/১ আই-১০/২০০৩/৫২/১(৫)	তারিখ: ০৭.০৩.২০০৭ খ্রি.।
(৩) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ওম৭২(অংশ-১)/বি:/২০০৬/১ সেট/৩-বিশেষ	তারিখ: ০২.০৩.২০১০ খ্রি.।
(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৩১.০৪.৩৮৪.১৪-২২৯	তারিখ: ১৫.০৪.২০১৫ খ্রি.।
(৫) টিএমইডি'র পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৪.১৪-১২৫	তারিখ: ২৬.০২.২০১৯ খ্রি.।
(৬) টিএমইডি'র পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৪.১৪-১৭৮	তারিখ: ২৮.০৩.২০১৯ খ্রি.।
(৭) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-২৫.০০০০.০০৫.০৫.০০৫.১৯-১০০	তারিখ: ০৭.০৪.২০১৯ খ্রি.।
(৮) টিএমইডি'র পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৪.১৪-২৩৮	তারিখ: ০২.০৫.২০১৯ খ্রি.।
(৯)মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-১৫৪	তারিখ: ২৫.০৬.২০১৯ খ্রি.।
(১০) টিএমইডি'র পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৪.১৪-৩৩২	তারিখ: ২৬.০৬.২০১৯ খ্রি.।
(১১) টিএমইডি'র পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৪.১৪-৩৭০	তারিখ: ২২.০৭.২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৫.৮.২০০৪ খ্রি. তারিখে রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষকের (মাও: আবুল কালাম, উপাধ্যক্ষ , মাও: মো: আব্দুস সাত্তার, সাবেক প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং মুফাসসির মো: শহিদুল ইসলাম) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে নিম্নরুপ মন্তব্য করা হয়:

"(১) জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম এর অধ্যক্ষ এবং মুফাসসির উভয় পদে নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর নিয়োগ বিধিসম্মত নয়। তদন্তের সময় পর্যন্ত তিনি বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ পাননি। ইতোমধ্যে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ গ্রহণ করে থাকলে সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরৎযোগ্য হবে। তিনি ভবিষ্যতে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য নয়। বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর পূর্ব প্রতিষ্ঠান (বাসুদেবপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা) হতে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তাও সরকারি কোষাগারে ফেরৎযোগ্য হবে।

(২) জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম কর্তৃক দাখিলকৃত বাসুদেবপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার অনুমতি পত্রের তারিখে ০১.০৭.২০০২ এর স্থলে ০১.০৭.২০০১ করে জালিয়াতি করা এবং পূর্ব প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা পত্র/ছাড় পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রভাষক/উপাধ্যক্ষ হিসাবে অভিজ্ঞতা দাবী করে প্রতারণা করার বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

০২। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর প্রতিষ্ঠানের জবাব ও মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তরের মন্তব্য/সুপারিশের আলোকে অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সূত্র (২) মূলে জনাব মো: শহীদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, চাকুরিতে যোগদানের অভিজ্ঞতার সনদ সংক্রান্ত জালিয়াতির কারণে তার এমপিও বাতিলসহ চাকুরি হতে অব্যহতি ও তার গৃহীত সমুদয় টাকা মাদ্রাসার এমপিও থেকে কর্তন করার জন্য মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছিল ।

০৩। তদপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক সূত্র (৩) মূলে অধ্যক্ষ, জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৩৯০৩৮০) এর নাম এমপিও হতে কর্তনের জন্য মাউশি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার ইএমআইএস সেলেকে অনুরোধ করা হয়।

০৪। পরবর্তীতে উক্ত স্মারকদ্বয়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অধ্যক্ষ , জনাব মোহ: শহীদুল ইসলাম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১১২১১/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় ১নং রেসপনডেন্ট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২নং রেসপনডেন্ট উপাচার্য, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪নং রেসপনডেন্ট মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, ৫নং রেসপনডেন্ট চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ৬নং রেসপনডেন্ট পরিচালক, ডিআইএ, ৭নং রেসপনডেন্ট জেলা প্রশাসক, রাজশাহী, ৮নং রেসপনডেন্ট সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ৯নং রেসপনডেন্ট সভাপতি, গভর্ণিং বডি।

০৫। উক্ত রিট মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গত ০৭.০৫.২০১৮ তারিখে নিম্নরুপ রায়/আদেশ দেয়া হয়:

Consequently, the Rule is made absolute in part. The respondents are directed to reinstate the petitioner in the service and start payment of the petitioner's MPO including the arrears and other benefits within 30 days from the receipt of our judgment and order, without fail.

০৬। উক্ত রিট মামলার রায়ের আলোকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক ২৪.১১.২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৮/১৮ সংখ্যক স্মারকমূলে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের জন্য জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম বরবার পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে জনাব মোহা: শহীদুল ইসলাম কর্তৃক গত ২৪.১১.২০১৮ খ্রি. তারিখে মাদ্রসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করা হয়।

০৭। রিট পিটিশন নং-১১২১১/২০১৪ মামলায় গত ০৭.০৫.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে রায় স্থগিতসহ আপীল দায়ের নিশ্চিতক্রমে সিভিল পিটিশন (CP) নম্বর উল্লেখপূর্বক আপীল দায়ের সংক্রান্ত প্রমাণকসহ তথ্যাদি এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে TMED কর্তৃক সূত্র (৫) মূলে অনুরোধ করা হয়।

চলমান পাতা

০৮। উক্ত পত্রের জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে TMED কর্তৃক সূত্র (৬), (৮) (১০) ও (১১) পত্রমূলে মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে ৫ম বারের মত অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়।

০৯। টিএমইডি হতে ডিজি, ডিএমই বরাবর তাগিদ পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র রিট পিটিশন নং-১১২১১/১৪ মামলার ০৭.০৫.১৮ খ্রি. তারিখের রায়/নির্দেশনার বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়েরের জন্য ডিএমই এর বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী জনাব আব্দুল মাবুদ মাসুমকে ০৭.০৪.১৯ তারিখে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে ডিএমই এর ২৫.০৬.১৯ তারিখের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আপীল দায়ের নিশ্চিত করা হয়নি।

১০। এখানে উল্লেখ্য যে, বারবার অনুরোধ সত্বেও আজোবধি আপিল দায়ের হয়েছে কীনা এ মর্মে কোন তথ্য ডিজি, ডিএমই হতে পাওয়া যায়নি। তবে আবেদনকারী এইচ.এম. শহীদুল ইসলাম এর ১৫.০৭.১৯ খ্রি. তারিখের আবেদনের (সচিব মহোদয় বরাবর) সাথে সংযুক্ত তত্বাবধায়ক, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১৫.০৭.১৯ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত প্রত্যয়ন হতে দেখা যাচ্ছে যে, ১০.০৭.১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত রিট পিটিশন নং ১১২১১/১৪ মামলায় প্রদত্ত গত ০৭.০৫.১৮ খ্রি: প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে কোন আপিল দায়ের হয়নি মর্মে স্পষ্ট হয়।

১১। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, The Supreme Court of Bangladesh (Appllate Division) Rules, 1998 এর অর্ডার XIII এর বিধান অনুযায়ী রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের মেয়াদ ৬০ (ষাট) দিন। কিন্তু রিট পিটিশন নং-১১২১১/১৪ মামলায় গত ০৭.০৫.১৮ খ্রি. তারিখে রায় প্রকাশের পর ইতোমধ্যে প্রায় ৪১৯ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ সময় তামাদির মেয়াদ পার হওয়ার পরও ৩৫৯ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে এবং টিএমইডি হতে নির্দেশনা দেয়ার পর ইতোমধ্যে ১৫০ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক (সরকার পক্ষে) কোন আপীল দায়ের হয়নি। তা তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন হতে স্পষ্ট হয় (কপি সংযুক্ত)।

১২। টিএমইডি হতে বারবার অনুরোধ পত্র (ইতোমধ্যে ৫ বার) প্রেরণের পর এবং ইতোমধ্যে ১৫০ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক (সরকার পক্ষে) কোন আপীল যেমন দায়ের হয়নি তেমনিভাবে আপীল দায়ের না হওয়ার কারণও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক জানানো হয়নি। যদিও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক ডিএমই এর বিজ্ঞ কৌসুলীর নিকট আপীল দায়েরের জন্য শুধুমাত্র অনুরোধ পত্র প্রেরণের মাধ্যমে দায় এড়ানোর চেস্টা করা হয়েছে তবে আপীল দায়ের নিশ্চিত করা হয়নি।

১৩। এক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর তথ্য/মতামত জানা আবশ্যক:

(ক) রিট পিটিশন নং-১১২১১/১৪ মামলায় ০৭.০৫.১৮ খ্রি. তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে ৪১৯ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় অদ্যাবধি আপীল দায়ের না হওয়ায় (তত্ত্বাবধায়ক, আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নমতে) বর্ণিত রিট মামলার আদেশ অনুযায়ী রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্রাসায় কর্মরত (তবে মাদ্রাসটি আলিম স্তরে এমপিওভুক্ত) জনাব এইচ.এম শহীদুল ইসলাম-কে জুন/১৮ হতে অধ্যক্ষ পদে পুনর্বহালের বিষয়ে মতামত প্রদান;

(খ) জনাব এইচ.এম শহীদুল ইসলাম এর অধ্যক্ষ পদে অভিজ্ঞতা সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার এমপিও কোডের পরিবের্তে ৯ম কোডে (উক্ত ব্যক্তি উক্ত কোডভুক্ত থাকায়) জুন/১৮ মাস হতে চালুক্রমে এমপিও ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) টিএমইডি হতে বারবার নির্দেশনা দেয়ার পরও রিট পিটিশন নং-১১২১১/১৪ মামলায় ০৭.০৫.১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে ১০.০৭.১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কোন আপীল মামলা দায়ের না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রদান।

১৪। উপরিউক্ত বিষয়ে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা নিম্নরুপ:
"আগামী তিনদিনের মধ্যে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে বলা যায়।"

১৫। এমতাবস্থায়, সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আগামী ০৪.০৮.১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন (ডিজি, ডিএমই এর মতামতসহ) টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে- ০১ (এক) ফর্দ।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেবেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাক(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। জনাব এইচ.এম শহীদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্‌রাসা, রাজশাহী কোর্ট, বাজপাড়া, রাজশাহী।
৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।